প্রথম আলো

তারিখ ...2-3 JAN 2007...
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৫.....

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে বাড়তি ব্যয়!

মহিউদ্দীন জুয়েল, *চট্টগ্রাম*

দেশে জরুরি অবস্থার সুযোগ নিয়ে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০০৬-০৭ শিক্ষাবর্ষের ভর্তি-ইচ্ছুক ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে বেশি টাকা আদায় করা হচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। কোনো রকম ব্যাংক রসিদ ছাড়াই এসব টাকা আদায় করছে বিভাগগুলো। অথচ ১৯৭৩ সালের বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশে সব রকম একাডেমিক লেনদেন ব্যাংক রসিদের মাধ্যমে করার বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে।

অনুসন্ধানে জানা যায়, শিক্ষার্থীদের কম্পিউটার ল্যাব, ব্যবহারিক পরীক্ষা, সিলেবাস প্রণয়নের জন্য বিভাগভেদে এক হাজার ২০০ থেকে দুই হাজার টাকা পর্যন্ত নেওয়া হচ্ছে। সম্মান শ্রেণীতে ভর্তির যোগ্য বিবেচিত শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে ভর্তির সময় এ টাকা নেওয়া হলেও কোনো রসিদ দেওয়া হচ্ছে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলোর ফান্ড গঠন ও শিক্ষক-কর্মচারীদের অভ্যন্তরীণ ব্যয় মেটানোর জন্য কৌশলে এ অর্থ আদায় করা হচ্ছে বলে প্রশাসনের একটি সূত্র জানায়। ওই সূত্রমতে, এভাবে নানা অজুহাতে বাড়তি অর্থ গ্রহণের কারণে চলতি বছর একজন শিক্ষার্থীর ভর্তি ব্যয় হচ্ছে ন্যূনতম সাড়ে চার হাজার থেকে সাড়ে পাঁচ হাজার টাকা, যা গত বছরও ছিল সাড়ে তিন থেকে সাড়ে চার হাজার টাকা।

তবে বিষয়টিকে স্বাভাবিক বলে উল্লেখ করে ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ও শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক ড. মোহাম্মদ আলী চৌধুরী *প্রথম আলোকে* বলেন, 'এখন সময়ের সঙ্গে সবকিছুরই ব্যয় বেড়েছে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন শিক্ষার্থী কয়েক লাখ টাকা দিয়ে ভর্তি হচ্ছে। সেখানে আমাদের শিক্ষার্থীরা ১০০ টাকা বাড়লে তা দিতে পারবে না—এটা কী করে হয়।'

প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৬টি বিভাগের মধ্যে এবার ১৫টিই কম-বেশি ফি বাড়িয়েছে। অতীতে ছাত্র সংগঠনগুলোকে এসব বিষয়ে সোচ্চার থাকতে দেখা যায়। কিন্তু এবার দেশের জরুরি অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁরা সে ধরনের কোনো কর্মসূচি হাতে নিতে পারছে না। ফলে উপায় না থাকায় ছাত্রছাত্রীরা টাকা দিতে বাধ্য হচ্ছেন বলে কয়েকজন ভর্তি-ইচ্ছুক ছাত্রছাত্রী জানান।

এ ব্যাপারে রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি হওয়া নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক ছাত্র *প্রথম আলোকে* বলেন, ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ক্যাম্পাসের অগ্রণী ব্যাংকে দুই হাজার ২৬৯ টাকা জমা দিয়ে রসিদমূলে ভর্তি হয়েছি। কিন্তু এরপর আরও এক হাজার ৩০০ টাকা দিয়ে সম্মানের প্রথম বর্ষের ফরম কিনতে হয়েছে বিভাগ থেকে।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, সমাজতত্ত্ব বিভাগে গত বছর ভর্তি হতে একজন ছাত্রের ব্যয় হয়েছিল এক হাজার ২০০ টাকা। এবার সে ব্যয় ৮০০ বাড়িয়ে দুই হাজার টাকা নেওয়া হচ্ছে কোনো রসিদ না দিয়েই।

কেবল এ বিভাগেই নয়, রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগে ৩০০, অর্থনীতিতে ৩০০, ফাইন্যান্স ও ব্যাংকিংয়ে ৩০০, মার্কেটিংয়ে ৩০০, পদার্থবিদ্যায় ৫০, গণিতে ২০০ ও সমুদ্র বিজ্ঞান বিভাগে ১০০ টাকাসহ বিভিন্ন বিভাগে রসিদ ছাড়াই ইচ্ছেমতো বাড়তি টাকা আদায় করা হচ্ছে।

উল্লেখ্য, বিশ্ববিদ্যালয়ে এ বছর মেধাতালিকায় দুই হাজার ৩০৫ জন শিক্ষার্থীকে ভর্তি করানো হবে।